কলকাতা হাইকোর্ট
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)
আবেদনকারীর বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি **শম্পা দত্ত** (পল)

২০১৯-এর সি. আর. আর- নং ১৬৫৩

দেবেন মণ্ডল
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্য	-	শ্রী স্বপন কুমার মল্লিক, শ্রী মহাম্মাদ কাজী মোখলেসুর রহমান
রাজ্যের জন্য	-	শ্রী স্বপন ব্যানার্জি, শ্রী সুমন দে
শুনানির সমাপ্তি	-	২২.১১.২০২৩
বিচার	-	২৯.১১.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :

১. এন.ডি.পি.এস আইনের ১৫ (গ) এবং ২২ ধারার অধীনে গাজোল পি. এস. মামলা নং. ৪৯৫৬/২০১৮ তারিখের ১৯.০৮.২০১৮-এর সাথে সম্পর্কিত বাজেয়াপ্ত গাড়ি নং. ডব্লিউবি - ৬৫৯বি /০৬৯৭ ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বর্তমান সংশোধনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলা হল যে তিনি ম্যাক্সিমা মিনি ভ্যানের মালিক আরইজিএন. নং ডব্লিউবি-৬৫বি/০৬৫৭ এবং আবেদনকারীর পরিবারের পাঁচ সদস্যের আয়ের একমাত্র উৎস হল গাড়িটি। আবেদনকারী এই গাড়িটি ভাড়ায় দিতেন এবং অর্থ উপার্জন করতেন। সাধারণত এই ভাড়া দেওয়ার ব্যবসাটি আবেদনকারীর ছেলে ভরত মণ্ডল দ্বারা দেখাশোনা করা হয়।

৩. উক্ত ভরত মন্ডল গাজোল পি. এস. মামলা নং. ৪৫৬/২০১৮-এ ১৫ (সি) এবং এন.ডি.পি.এস আইনের ২২ ধারার অধীনে অভিযুক্ত, যেহেতু তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, ৪ কেজি ৩০০ গ্রাম পোস্ত বহন করার জন্য উক্ত গাড়িতে যার নম্বর - ডব্লিউবি ৬৯বি/০৬৫৭ ছিল এবং গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

৪. পুলিশ ৩০.০৫.২০১৯ তারিখে এনডিপিএস আইনের ১৫(গ) এবং ২২ ধারার অধীনে ২০১৮ সালের ৩০.১১.২০১৮ তারিখের সি.এস নং ৫৪৬ হিসাবে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

৫. আবেদনকারী এবং গাড়ির মালিক দেবেন মণ্ডল ১৭.০৪.২০১৯ তারিখে জব্দ করা গাড়িটি ফেরত দেওয়ার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন।

৬. বিজ্ঞ বিচারক, ২য় বিশেষ আদালত, মালদা বিশেষ মামলা নং ৩৬/২০১৮, উভয় পক্ষের শুনানি করার পরে, গাড়িতে ফেরার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার জন্য, **১৩.০৬.২০১৯** তারিখের একটি আদেশ যা নিম্নরূপ:

-

বিশেষ মামলা নং. ৩৬/২০১৮

আদেশ নম্বর ১০
১৩.০৬.২০১৯

.....সংশোধিত এন. ডি. পি. এস আইন, ১৯৮৫-এর ৬০ (৩) ধারার অধীনে বলা হয়েছে যে, কোনও মাদকদ্রব্য বা সাইকোট্রপিক পদার্থ বহন করতে ব্যবহৃত কোনও প্রাণী বা পরিবহন/যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হবে, যদি না উক্ত গাড়ির মালিক প্রমাণ করেন যে গাড়িটি মালিকের অজান্তেই বা সম্মতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তিনি এই ধরনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এটি পরীক্ষা করার সুযোগ তখনই উদ্‌ভূত হবে যখন আদালত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব দেয়।

এই ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত পুত্র গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং তাই এটি বলা যায় না যে মালিক/আবেদনকারীর তাঁর পুত্রের দ্বারা গাড়িটি ব্যবহারের বিষয়ে জ্ঞান বা সম্মতি ছিল না। প্রাথমিকভাবে আমি এমন কিছু খুঁজে পাই না যা থেকে বলা যেতে পারে যে এই মামলা নিষ্পত্তি করার সময় গাড়িটি ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, আমি আবেদনকারীকে গাড়ির অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজতে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে আগ্রহী নই কারণ বিজ্ঞ আইনজীবী যে মামলাটি উল্লেখ করেছেন তা এই মামলা থেকে বাস্তবে ভিন্ন।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, জব্দকৃত গাড়িটি ফেরত দেওয়ার আবেদন এতদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে....."

এসডি/-
বিচারক, বিশেষ আদালত, এডিজে ২য় আদালত, মালদা

৭. **ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৫১ ধারায় বলা হয়েছেঃ-**

৪৫১. কিছু ক্ষেত্রে বিচারাধীন সম্পত্তি হেফাজত এবং নিষ্পত্তির আদেশ।- যখন কোনও সম্পত্তি 'কোন তদন্ত' বা বিচারের সময় কোনও ফৌজদারি আদালতে উপস্থাপন করা হয়, তখন আদালত তদন্ত বা বিচারের সমাপ্তি পর্যন্ত এই সম্পত্তির যথাযথ হেফাজতের জন্য যথাযথ আদেশ দিতে পারে এবং, যদি সম্পত্তিটি 'দ্রুত এবং প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা যদি এটি অন্যথায় 'সঠিক' হয়, তাহলে আদালত, প্রয়োজনীয় মনে করে এমন 'প্রমাণ রেকর্ড করার পরে, এটি বিক্রি করার বা 'অন্যথায় নিষ্পত্তি করার' আদেশ দিতে পারে।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, "সম্পত্তি" অন্তর্ভুক্ত-

(ক) যে কোনও ধরনের সম্পত্তি বা নথি যা আদালতে পেশ করা হয় বা যা তার হেফাজতে রয়েছে,

(খ) এমন কোনও সম্পত্তি যার সম্পর্কে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয় বা যা কোনও অপরাধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৮. **ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৫২ ধারায় বলা হয়েছেঃ-**

"৪৫২. **বিচার শেষে সম্পত্তির নিষ্পত্তির আদেশ-**

(১) যখন কোন ফৌজদারি আদালতে তদন্ত বা বিচার সমাপ্ত হয়, তখন আদালত তার সামনে বা তার হেফাজতে উপস্থাপিত কোনও সম্পত্তি বা নথির ধ্বংস, বাজেয়াপ্তকরণ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে এমন কোনও আদেশ দিতে পারে যা তার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয়, বা যার সম্পর্কে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়, বা যা কোনও অপরাধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনও সম্পত্তি তার দখলের অধিকারী বলে দাবি করা কোনও ব্যক্তিকে হস্তান্তর করার জন্য কোনও শর্ত ছাড়াই বা শর্তে যে তিনি কোনও বন্ড কার্যকর করেন, আদালতের সন্তুষ্টির জন্য, যদি উপ-ধারা (১) টি-এর অধীনে দেওয়া আদেশটি সংশোধন করা হয় বা আপিল বা পুনর্বিবেচনার জন্য বাতিল করা হয় তবে আদালতে এই জাতীয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে।

(৩) দায়রা আদালত, উপ-ধারা (১) এর অধীনে আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারে, যিনি এরপরে ৪৫৭,৪৫৮ এবং ৪৫৯ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে এর সাথে লেনদেন করবেন।

(৪) সম্পত্তিটি পশু বা দ্রুত ও প্রাকৃতিক ক্ষয়ের সাপেক্ষে, অথবা উপ-ধারা (২) অনুসারে কোনও বন্ড কার্যকর করা হয়েছে তা ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত কোনও আদেশ দুই মাসের জন্য বা আপিল পেশ করা হলে, এই ধরনের আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর করা হবে না।

(৫) এই ধারায়, "সম্পত্তি" শব্দটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়, কেবল সেই সম্পত্তিই নয় যা মূলত কোনও পক্ষের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল, তবে এমন কোনও সম্পত্তিও যার জন্য এটি রূপান্তরিত বা বিনিময় করা হতে পারে এবং অবিলম্বে বা অন্যথায় এই ধরনের রূপান্তর বা বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত যে কোনও কিছু।"

সুন্দরভাই আম্বালাল দেশাই বনাম গুজরাট রাজ্য মামলায় (২০০৩ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১৯৪৩), ১লা অক্টোবর, ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্ট, আদেশ করে -

"৮. বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্রের যথাযথ হেফাজতের প্রশ্নটি বেশ কয়েকটি বিষয়ে উত্থাপিত হয়েছে। বাসব কম দ্যামনগৌড়া পাটিল বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৩৫৮:১৯৭৭ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৫৯৮/এই আদালত এমন একটি মামলা পরিচালনা করেছে যেখানে বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্রগুলি অভিযোগকারীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উপলব্ধ ছিল না। সেই ক্ষেত্রে, উদ্ধার হওয়া অলঙ্কারগুলি থানায় একটি ট্রাঙ্কে রাখা হয়েছিল এবং পরে এটি অনুপস্থিত পাওয়া গিয়েছিল, প্রশ্নটি সেই জিনিসগুলির অর্থ প্রদানের বিষয়ে ছিল। সেই প্রসঙ্গে, আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (এস. সি. সি. পি. ৩৬১, অনুচ্ছেদ ৪)

৪. এই অধিনিয়মের বিভিন্ন 'বিধানের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা' এইরকম মনে হয় যে, 'যেখানে 'অপরাধের বিষয়বস্তু' হিসেবে বিবেচিত সম্পত্তি পুলিশ কর্তৃক জব্দ করা হয়, তখন তা আদালত বা পুলিশের হেফাজতে 'অত্যাবশ্যকীয় সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে' রাখা উচিত নয়। যেহেতু পুলিশ কর্তৃক সম্পত্তি জব্দ করা মানে একজন সরকারি কর্মচারীর কাছে সম্পত্তির স্পষ্টতই অর্পণ করা, তাই 'ধারণা' হল, সম্পত্তিটি 'রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়ার পর মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এটা স্পষ্ট যে, 'মালিকের কাছে সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার দুটি পর্যায় থাকতে পারে। প্রথমত, যেকোনো তদন্ত বা বিচারের সময় এটি ফেরত দেওয়া যেতে পারে। এটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে যেখানে 'সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়' বা 'প্রাকৃতিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য 'বাধ্যতামূলক কারণও থাকতে পারে যা ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে'

শর্ত হল সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলি অবশ্যই আদালতে হাজির করতে হবে বা তার হেফাজতে থাকতে হবে। আইনের উদ্দেশ্য মনে হয় যে, আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকা যে কোনও সম্পত্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা উচিত এবং তার নিষ্পত্তির বিষয়ে আদালত কর্তৃক একটি ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ আদেশ জারি করা উচিত। একটি ফৌজদারি মামলায়, পুলিশ সর্বদা আদালতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এবং তদন্ত বা বিচারের প্রতিটি পর্যায়ে তার কাছ থেকে আদেশ নিতে হয়। এই বিস্তৃত অর্থে, আদালত প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তাদের পদক্ষেপের উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে যেখানে এটি বিবেচনা করেছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৯. আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে সম্পত্তি চুরি হয়েছে, হারিয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়েছে এবং যেখানে রাজ্য বা তার আধিকারিকরা সম্পত্তি রক্ষার জন্য যথাযথ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এমন কোনও প্রাথমিক প্রতিরক্ষা নেই, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কোনও উপযুক্ত ক্ষেত্রে, যেখানে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়, সম্পত্তির মূল্য প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।

১৫. গুজরাট রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী. ঢোলাকিয়া আরও বলেন যে, বর্তমানে থানা চত্বরে বেশ কয়েকটি যানবাহন অবহেলিত রাখা হয় এবং যানবাহনগুলি দিনের পর দিন আবর্জনায় পরিণত হয়। এটি যুক্তিসঙ্গত যে ম্যাজিস্ট্রেটদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া উচিত যে এই জাতীয় প্রশ্নগুলি তাদের মালিকদের কাছে বা যে ব্যক্তির কাছ থেকে উল্লিখিত যানবাহনগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার কাছে যথাযথ বন্ড এবং গ্যারান্টি নিয়ে যে কোনও সময়ে আদালতের প্রয়োজন হলে উক্ত যানবাহনগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য যথাযথ নির্দেশ দেওয়া উচিত।

১৬.যাইহোক, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছিলেন যে গাড়িটি যে ব্যক্তির কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বা তার প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করার এই প্রশ্নটি সর্বদা মামলা মোকদ্দমার বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচুর যুক্তি উত্থাপন করেন।

১৭. আমাদের মতে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এই ধরনের বাজেয়াপ্ত যানবাহনগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য থানায় রেখে কোনও লাভ নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত যথাযথ বন্ড এবং গ্যারান্টি এবং যে কোনও সময়ে প্রয়োজন হলে উক্ত যানবাহনগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য সুরক্ষা গ্রহণ করে অবিলম্বে যথাযথ আদেশ জারি করা। এই ধরনের যানবাহনগুলি ফেরত দেওয়ার আবেদনের শুনানি মুলতুবি রেখে এটি করা যেতে পারে।

১৮. যদি অভিযুক্ত, মালিক বা বীমা সংস্থা বা তৃতীয় কোনও ব্যক্তি গাড়িটি দাবি না করে থাকেন, তা হলে আদালত উক্ত গাড়িটি নিলামে তোলার নির্দেশ দিতে পারে। যদি উক্ত গাড়িটি বীমা সংস্থার কাছে বীমা করা থাকে, তাহলে আদালত বীমা সংস্থাকে সেই গাড়িটি দখল করার জন্য অবহিত করবে যা মালিক বা তৃতীয় কোনও ব্যক্তির দাবি নয়। যদি বীমা সংস্থাটি দখল নিতে ব্যর্থ হয়, তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাড়িগুলি বিক্রি করা যেতে পারে। আদালত আদালতে উক্ত গাড়িটি হাজির করার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই আদেশ জারি করবে। যাই হোক না কেন, এই ধরনের যানবাহন হস্তান্তর করার আগে, উক্ত গাড়ির যথাযথ ছবি তোলা উচিত এবং বিস্তারিত পঞ্চনামা প্রস্তুত করা উচিত।"

১০. এইভাবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ফলাফলগুলি ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে নয় এবং এইভাবে আইন/আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার, যা ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাতিল করা যেতে পারে।

১১.২০১৯ সালের সিআরআর ১৬৫৩ এইভাবে অনুমোদিত।

১২. তদনুসারে ১৩.০৬.২০১৯ তারিখের সংশোধনী অধীন আদেশটি ২০১৮ সালের বিশেষ মামলা নং ৪৫৬ তারিখে গাজোল থানার মামলা নং ৪৫৬ ১৯.০৮.২০১৮ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক, দ্বিতীয় বিশেষ আদালত, মালদা দ্বারা গৃহীত হয়েছে, যা আইন অনুসারে নয় বলে বাতিল করা হয়েছে।

১৩. বিচারিক আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৫২ এর বিধান অনুসারে উপযুক্ত আদেশ দিয়ে গাড়িটি ফেরত দেবে এই আদেশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সুন্দরভাই আম্বালাল দেশাই বনাম গুজরাট রাজ্য (উপরে) বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা।

১৪. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৫. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৬. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

১৮. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal